কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে ডিজেল বিক্রি, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন বাজারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকি অভিযানে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির অভিযোগে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার কাঞ্চনপুর বাজার, বটতৈল ও ভাদালিয়া এলাকায় এ তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, জ্বালানি তেলের দোকান ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে মূল্যতালিকা, পণ্যের মান এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়।

এ সময় অনুমোদনহীন ও অনিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ এবং সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ডিজেল বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় কাঞ্চনপুর বাজারের মেসার্স আশিক হার্ডওয়্যার নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অনিয়ম প্রতিরোধে এ ধরনের তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের সরকারি নির্দেশনা মেনে পণ্য বিক্রি এবং নিরাপদ উপায়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোক্তাদের কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় অভিযানে সহযোগিতা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে নিখোঁজ দুই শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে তাইবা (৭) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। অপর শিশুকে উদ্ধারে নদীতে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

রোববার (৮ মার্চ) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে নিখোঁজের প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর তাইবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তাইবা একই এলাকার ফারুকের মেয়ে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছে একই এলাকার সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৮) নামে আরেক শিশু।

নিহত তাইবা ও নিখোঁজ সুরাইয়া দুজনই ওসমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাইবার মরদেহ উদ্ধারের পর থেকে তার পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে ওসমানপুর খেয়াঘাট এলাকায় চার শিশু নদীতে গোসলে নামে। তারা সাঁতার কেটে মাঝনদীতে জেগে ওঠা চরের দিকে যাওয়ার সময় স্রোতের মুখে পড়ে যায়। এ সময় খেয়াঘাটে থাকা নৌকার মাঝিরা সামিয়া ও সুমাইয়া নামে দুই শিশুকে জীবিত উদ্ধার করলেও তাইবা ও সুরাইয়া পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। এদিকে নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে নদীর তীরে ভিড় করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

খোকসা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইউনিট কর্মকর্তা রওশন আলী জানান, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুকে উদ্ধারে ডুবুরি দল ও স্থানীয় জেলেরা নদীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত দামে জ্বালানি বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জ্বালানি তেলের সংকট ও সরবরাহ অনিশ্চয়তার খবরে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন তেল পাম্পে ভিড় বেড়েছে। মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন নিয়ে চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জ্বালানি নিতে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মোটরসাইকেলে মাত্র ২০০ টাকার জ্বালানি নেওয়ারও সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা উপজেলার নতুনহাট এলাকার মেসার্স নয়ন ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি করছিল। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল ১৫০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিক তদন্ত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার প্রমাণ পান। এ সময় প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জমসেদ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যদিকে ভেড়ামারা পৌরসভার একটি স্বনামধন্য তেল পাম্প মেসার্স এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনেও অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারী তাওসিফ জানান, তিনি ৪৫০ টাকার জ্বালানি নিলেও পাম্প কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা রাখে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেও কোনো সমাধান না পেয়ে তিনি বিষয়টি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেন। পরে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাম্প কর্তৃপক্ষ এ সময় তাদের ভুল স্বীকার করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ সময় দফাদার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স মতিয়ার ফিলিং স্টেশন, মেসার্স সাহার ফিলিং স্টেশন, মিজান ফিলিং স্টেশন এবং এম এ খালেক ফিলিং স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি পাম্প পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ছোট ছোট যেসব দোকানে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল বিক্রি করা হয়, সেগুলোতেও নজরদারি চালানো হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ডা. গাজী আশিক বাহার বলেন, “নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে জ্বালানি বিক্রির বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে আছি। সঠিক তথ্য ও প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাই।”

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জ্বালানি তেল বিক্রিতে অনিয়ম রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে দুই কন্যাশিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। নিখোঁজ শিশুদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সমন্বয়ে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

শনিবার দুপুরের দিকে খোকসা উপজেলার গড়াই নদীর একটি ঘাটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চারজন শিশু একসঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে পানির স্রোত ও গভীরতার কারণে তাদের মধ্যে দুজন তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজন ফারুকের মেয়ে তাইবা (৬) এবং অপরজন সোহেলের মেয়ে সুরাইয়া (৭)। তাদের বাড়ি খোকসা উপজেলার ওসমানপুর চরপাড়া আদর্শ গ্রামে।

ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকাবাসীও উদ্ধারকাজে সহায়তা করছেন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিশু দুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং ফায়ার সার্ভিসের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় তিন প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিক্রি এবং সংরক্ষণের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহরে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এন.এস. রোড বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে কাপড়ের দোকান, জুতা ও স্যান্ডেলের দোকান, কনফেকশনারি এবং ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলোতে মনিটরিং করা হয়। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

এর মধ্যে জমজম সুইটস অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ২০ হাজার টাকা, নিউ শাহিন বেকারিকে ১০ হাজার টাকা এবং শাহিন বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি জানান, জনস্বার্থে বাজার তদারকি জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে রমজান মাসে ইফতার সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে এবং কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম দায়িত্ব পালন করে।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের দোয়া ও ইফতার মাহফিল

কুষ্টিয়ায় উৎসবমুখর ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের অভিজাত দিশা টাওয়ার মিলনায়তনে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির ও কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল গফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যক্ষ একেএম আলী মোহসীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, রমজান মাস আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাস। সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম এবং আর্তমানবতার সেবায় জামায়াতে ইসলামী সর্বদা বদ্ধপরিকর।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজা উদ্দিন

জোয়ার্দারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবজাল হোসেন এবং খেলাফত মজলিস বাংলাদেশের নায়েবে আমির অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক মমিন, কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা আমির রেজাউল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া শহর শিবিরের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি মমিন বিশ্বাস ও মাজহার মাহবুব, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আল মামুন খন্দকার সাগর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ রিপন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চু এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তারিকুল হক তারিকসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সুধীজন।

আলোচনা সভা শেষে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা এবং দেশ ও জাতির সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং আর্তমানবতার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে ইফতারে শরিক হন।

লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ফরহাদ মঝহার বলেছেন, লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি বলেন, “আমরা রস উপলব্ধি করি। রস মানে ভালোবাসা। আমরা আজ সাধুভক্তরা এখানে এসেছি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। পরস্পরের সঙ্গে জানাশোনা, মিলন—এসবই রসের প্রকাশ।”

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের স্মরণোৎসব ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধুসঙ্গের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, লালনের দর্শনে দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি মানুষকেই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাত-পাত, বর্ণভেদ ও ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক মিলনের যে দর্শন তিনি দিয়েছেন, দোল উৎসব সেই চর্চারই এক জীবন্ত উদাহরণ।

দোল পূর্ণিমা ও সাধুসঙ্গের ঐতিহ্য উল্লেখ করে ফরহাদ মঝহার বলেন, লালনের জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমার রাতে সাধুসঙ্গ আয়োজনের রীতি ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ছেঁউড়িয়ায় এই দোল উৎসব পালিত হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বাউল, ফকির, গবেষক ও দর্শনার্থীরা এখানে সমবেত হন। আখড়াবাড়ি প্রাঙ্গণে চলে লালনগীতি পরিবেশন, দর্শনচর্চা ও সারারাতব্যাপী সাধুসঙ্গ।

ফরহাদ মঝহার স্মৃতিচারণ করে বলেন, “আমি ছাত্র থাকাকালে এখানে আসতাম। তখন কুপি জ্বালিয়ে বাঁশবাগানে সাধুসঙ্গ হতো। এখন অনেকেই আর নেই।” তিনি দোল উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে বিনয়ী থাকার আহ্বান জানান এবং উল্লেখ করেন, নারীদের মধ্যে এই বিনয়ের চর্চা বেশি দেখা যায়।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি মো. ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিন।

অনু্ষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মীর তনিমা।

জানা গেছে, মরমি সাধক লালন শাহ তার জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমার রাতে শিষ্যদের নিয়ে রাতে কালীগঙ্গার ধারে সাধুসংঘে বসতেন। তারই ধারাবাহিকতায় লালন শাহের তিরোধানের পরও প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের শেষদিকে লালনের আখড়াবাড়িতে দোলপূর্ণিমা বা স্মরণোৎসব উদযাপন হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় দোলপূর্ণিমা তিথিতে প্রতিবছর ছেঁউড়িয়ায়

আখড়াবাড়িতে তিন দিনব্যাপী সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ফকির লালন শাহ স্মরণোৎসব। সাধু-গুরু, লালনভক্তদের সরব উপস্থিতি, গান ও গ্রামীণ মেলায় জমজমাট হয়ে ওঠে আখড়াবাড়ি প্রাঙ্গণ। এবার রমজানের কারণে একদিনই উদযাপিত হয় স্মরণোৎসব। ছিল না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা।

এদিকে এই উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন আগে থেকেই আখড়াবাড়িতে আসতে শুরু করেছেন লালনভক্ত বাউল ফকিররা। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে লালনের গান। দলে দলে বিভক্ত হয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে গান পরিবেশন করছেন তারা। তবে এবার আখড়াবাড়িতে ভক্তদের উপচেপড়া ভিড় নেই। আখড়াবাড়ির প্রবেশপথের দেওয়াল ঘেরা বিকেলে সরেজমিন এমর দৃশ্য দেখা যায়।

বাকপ্রতিবন্ধী জামিরুলের পাশে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক

কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডের মৌবন এলাকা থেকে বিনামূল্যে ইফতার নিতে যাওয়ার পর বাকপ্রতিবন্ধী যুবক জামিরুলের রিকশা চুরি হওয়ার ঘটনায় মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেন। ঘটনার একদিন পরই তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে জামিরুলকে একটি নতুন রিকশা উপহার দেন।

জানা যায়, রমজান মাসে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন রিকশাটি নিয়ে গতকাল রবিবার বিকেলে বের হন জামিরুল। ইফতারের আগমুহূর্তে মৌবনের পাশের গলিতে বিনামূল্যে দেওয়া ইফতার সংগ্রহ করতে যান তিনি। ইফতার নেওয়ার সময় অল্পক্ষণ অসতর্কতার সুযোগে দুর্বৃত্তরা তার রিকশাটি চুরি করে নিয়ে যায়। বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি জানাতেও পারেননি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় বিষয়টি প্রকাশ পেলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেন। আজ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ডেকে জামিরুলের হাতে নতুন রিকশার চাবি তুলে দেন তিনি। এ সময় জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, সমাজের অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানো সবার দায়িত্ব। একজন শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম হারিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রশাসন সবসময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবে।

রিকশা ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জামিরুল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ অন্যদেরও মানবিক কাজে উৎসাহিত করবে।

উল্লেখ্য, রমজানকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই উদ্যোগ তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তার অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়া শহরের বড়বাজার এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদনের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার এসসি বি রোড ও বড়বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলীর নেতৃত্বে বিশেষ এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, শহরের ‘নাবিল ফ্লাওয়ার মিলস’-এ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে ‘মুনমুন ফ্লাওয়ার মিলস’ নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা যায়, সেখানেও চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ায় পণ্য সংরক্ষণ ও মোড়কীকরণ করা হচ্ছিল

না। এ অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান চলাকালে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী জানান, জনস্বার্থে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

উপরওয়ালা কুষ্টিয়ায় কেউ নেই, উপরওয়ালা এখন আমি: আমির হামজা

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও আলোচিত ইসলামী বক্তা মুফতি আমির হামজা বলেছেন, “মেডিকেল এবং সদর হাসপাতাল নিয়ে কিছু অভিযোগ আমার কাছে লিখিত আছে। আমি জানিয়েছি এগুলো পাল্টাতে হবে। ওনারাও প্রথমে অন্তত ভুল স্বীকার করেছে এবং ক্ষমা চেয়েছে, আর বলেছে, এটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে ছিল এবং উপরওয়ালার দোষ দেয়। মনে হচ্ছে উপরওয়ালা কুষ্টিয়ায় কেউ নেই, উপরওয়ালা এখন আমি। সুতরাং যা কিছু হবে আমাকে জানাবেন।”

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “যে বিভিন্ন স্পিডম্যানির কথা বলা হয় এবং কালো কিছু হাত আছে, এই হাতগুলোর কথাও গোপনে কেউ কেউ জানিয়েছে। আমি সরাসরি জানিয়েছি, ২ নম্বরী যদি কেউ করতে চায় সরাসরি বলবেন যে মাওলানার কাছে টাকা দেওয়া আছে। আপনারা উনার কাছে যান। এত ক্ষমতা নিয়ে কে কুষ্টিয়ায় চলে, আমি দেখব।”

আমির হামজা বলেন, “আমাদের আবেগের জায়গা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। এটা আমরা পুনরায় চালু করতে চাই। কয়েকটা বিভাগ চালু

আছে, পূর্ণাঙ্গভাবে যেন চালু হয় সে বিষয়ে আজকের মিটিং ছিল। আমরা প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আলোচনা করেছি এবং কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়েছি। আপনারা দোয়া করুন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে অন্তত একটা সুখবর শুনতে পারবেন। শুনলে আনন্দ পাবেন।”

তিনি আরও বলেন, “বিশেষ করে কুষ্টিয়ার আশপাশের চার-পাঁচটা জেলার মানুষের সেবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এটাই মূলত আমাদের লক্ষ্য। আজকের মিটিংয়ে দুইটি বিষয় সমাধান হয়েছে। বাকিগুলোও ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।